সমকাল

তারিখ ... 27 AUG 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৪ ...

ঢাবিতে মাইম প্রদর্শনী

'আঁধার কেটে আসবে আলো'

■ সমকাল প্রতিবেদক

একজন মানুষের দুই সত্তা। অন্তর্মুখী আর বহির্মুখী, ভালো আর খারাপ। এ দুই সত্তার একে অপরের সঙ্গে লড়াই; যা আলোর সঙ্গে আঁধারের লড়াই। সে লড়াইয়ে শুভর জয় হবে, হারবে অশুভ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ঢাবি) মাইম অ্যাকশন আয়োজিত মাইম প্রদর্শনীতে এসে বিশিষ্টজন এমন প্রত্যাশাই করেন। তারা বলেন, কথা না বলে শুধু ইশারায় আপন অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটায় মাইম। এর মাধ্যমে সকল আঁধার কেটে আলো আসবে।

গতকাল শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র (টিএসসি) মিলনায়তনে ঢাবি মাইম অ্যাকশনের মাইম 'লাইট ভার্সেস ডার্কনেস' পরিবেশন করা হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক। বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ও হা-মীম গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক এ. কে. আজাদ, ট্যুরিজম বোর্ডের পরিচালক নিখিল রঞ্জন রায় ও ঢাবির অর্গানাইজেশন স্ট্রাটেজি অ্যান্ড লিডারশিপের সহকারী অধ্যাপক রাশেদুর রহমান। মাইম অ্যাকশনের মডারেটর এবং ঢাবির বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের প্রধান ফাদার তপন ডি রোজারিওর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন লাইট ভার্সেস ডার্কনেসের নির্দেশক মীর লোকমান।

আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, মাইম অত্যন্ত প্রাচীন শিল্পমাধ্যম। ভাষা ও চিত্রকলার উদ্ভবের আগে থেকে আজ পর্যন্ত শারীরিক ভাষার প্রয়োগ রয়েছে। এটি কঠিন, কার্যকর ও সঠিক ভাষা। এর মাধ্যমে দুটি ভিন্ন ভাষাভাষী মানুষও একে অপরের সঙ্গে ভাব ■ পৃষ্ঠা ১৭ : কলাম ১

'আঁধার কেটে আসবে আলো'

[দ্বিতীয় পৃষ্ঠার পর]

বিনিময় করতে পারে। তিনি বলেন, নীরবতার একটি সৌন্দর্য রয়েছে। স্বল্প কথায় নিজের বক্তব্য বলা উচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সব সময় স্বল্প কথায় নিজের বক্তব্য রাখতেন, যা সাধারণ মানুষের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিল। আমরা আলোর পথে যেতে চাই। বঙ্গবন্ধু, মুক্তিযুদ্ধ ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গঠনের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।

এ. কে. আজাদ বলেন, মূকাভিনয় ব্যতিক্রমধর্মী শিল্প। কথা বলার মাধ্যমে যত সহজে ভাষার আদান-প্রদান করতে পারি, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে করাটা কঠিন। প্রতিবাদ করতে চাইলে মুখের ভাষায় সহজেই করতে পারি; কিন্তু অভিনয়ের মাধ্যমে তা করা কঠিন। তিনি বলেন, বর্তমান যে সমস্যা জঙ্গিবাদ, মূকাভিনয়ের মাধ্যমে সারাদেশে তার প্রতিবাদ করতে হবে। এ সময় ঢাকা ইউনিভার্সিটি অ্যালামনাই অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে মাইম অ্যাকশনকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন তিনি।

তপন ডি রোজারিও বলেন, আজকের মাইম শিল্পীরা তাদের শারীরিক ভাষার মাধ্যমেই একদিন দেশ, জাতি ও সমগ্র বিশ্বকে আলোকিত করবে। নিখিল রঞ্জন রায় বলেন, আজকের এ অনুষ্ঠানের সব শিল্পীই তরুণ, যা আমাকে অনুপ্রাণিত করছে। কারণ, তারা সংস্কৃতি নিয়ে আছে, সংস্কৃতির সঙ্গে আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। রাশেদুর রহমান মাইম শিল্পকে বাণিজ্যিক ব্যবহারের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানান।

আলোচনা শেষে পরিবেশিত হয় 'লাইট ভার্সেস ডার্কনেস'। আজ শনিবারও রয়েছে মাইম অ্যাকশনের আয়োজন। একই স্থানে সংগঠনটির সভাপতি শাহরিয়ার শাওন ও সাধারণ সম্পাদক খায়রুল বাসার রেজভীর দ্বৈত পরিবেশনা 'দ্বন্দ্ব' মঞ্চস্থ হবে।